গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা ।

স্মারক নং- ১৪৫৬৮(২৭) তারিখ- ২৮/০৮/১৯

প্রাপক
অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
.... অঞ্চল (সকল)

বিষয়ঃ- আমন ধানের বিভিন্ন পোকা, রোগও আগাছা আক্রমনের সতর্কতা বার্তা ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমানে মাঠে আমন ধান চারা রোপন সহ রিকভারি থেকে কুশি পর্যায়ে রয়েছে। মৌসুম চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য নিয়মিত মাঠ মনিটরিং সহ অতন্দ্র জরিপের কার্যক্রম জরুরি। আপনার অঞ্চলাধীন জেলা ও উপজেলা সমূহে আমন ধান ফসলের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমন থেকে ফসল রক্ষার্থে নিম্নের তথ্যাবলীর আলোকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

নিবিড় চাষাবাদ ও আবহাওয়াজনিত কারণে আমন ধানে পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব ও আক্রমণ বেড়ে যেতে পারে। ফলে ক্ষতিকর পোকা দমন এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এলাকাভেদে আমনের মুখ্য পোকাগুলো হলো- মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, চুংগি পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং, বাদামি গাছ ফড়িং, সাদা পিঠ গাছ ফড়িং, গান্ধি পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, থ্রিপস ইত্যাদি। পোকার ক্ষতিরমাত্রা পোকার প্রজাতি, পোকার সংখ্যা, এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ, জমি বা তার আশেপাশের অবস্থা, ধানের জাত, ধানগাছের বয়স, উপকারী পরভোজী ও পরজীবী পোকামাকড়ের সংখ্যা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল।

ব্যবস্থাপনা ঃ

১. ধান ক্ষেতে ক্ষতিকারক পোকা দেখা গেলে এর সাথে বন্ধু পোকা, যেমন- মাকড়সা, লেডি-বার্ড বিটল, ক্যারাবিড বিটল সহ অনেক পরজীবী ও পরভোজী পোকামাকড় কি পরিমাণে আছে তা দেখতে হবে এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
২. প্রধান প্রধান ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ দমন করলে রোপা আমন মওসুমে শতকরা ১৮ ভাগ ফলন বেশি হতে পারে।
৩. নিম্ন লিখিত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে ধান ফসলে পোকার আক্রমণ কমানো সম্ভব :

পোকারনাম	ব্যবস্থাপনা
মাজরা পোকা	ধানক্ষেতে ডালপালা পুতে, আলোক ফাঁদ/সোলার লাইট ট্রাপ স্থাপন
পাতা মোড়ানো	ধান ক্ষেতে ডালপালা পুতে, আলোক ফাঁদ/সোলার লাইট ট্রাপ স্থাপন

সবুজ পাতা ফড়িং	আলোক ফাঁদ/সোলার লাইট ট্রাপ স্থাপন
গান্ধি পোকা	আলোক ফাঁদ/সোলার লাইট ট্রাপ স্থাপন
চুংগি পোকা	জমি থেকে পানি বের করে দেওয়া
বাদামি গাছ ফড়িং	জমি থেকে পানি বের করে দেওয়া
সাদা পিঠ গাছ ফড়িং	জমি থেকে পানি বের করে দেওয়া
শীষ কাটা লেদা পোকা	ধান ক্ষেতে ডালপালা পুতে, জমিতে সেচ প্রদান করে
থ্রিপস	জমি শুকনা থাকলে কিছু সময়ের জন্য প্লাবন সেচ দিয়ে আবার পানি বের করে ফেলা

৪. উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহনের পরও পোকার আক্রমণ বেশী পরিলক্ষিত হলে নিম্নলিখিত গ্রুপের অনুমদিত যে কোন কীটনাশক ব্যবহার করতে হবেঃ

পোকারনাম	কীটনাশক		প্রয়োগ/ বিঘা
	গ্রুপেরনাম	ব্রান্ডনাম	
মাজরা পোকা	কার্টাপ	সানটাপ ৫০পাউডার	১৮০-১৯০ গ্রাম
	থায়ামেথোক্সাম+ ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল	ভিরতাকো ৪০ ডব্লিউজি	১০ গ্রাম
পাতা মোড়ানো পোকা	কার্টাপ	সানটাপ ৫০পাউডার	১৮০-১৯০
	থায়ামেথোক্সাম+ ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল	ভিরতাকো ৪০ ডব্লিউজি	১০ গ্রাম
	কার্বারিল	কার্বারিল ৮৫পাউডার	২২৮ গ্রাম
	কার্বারিল	সেভিনপাউডার	২২৮ গ্রাম
চুংগি পোকা	কার্টাপ	সানটাপ ৫০পাউডার	১৮০-১৯০
	কার্বারিল	কার্বারিল ৮৫পাউডার	২২৮ গ্রাম
	কার্বারিল	সেভিন পাউডার	২২৮ গ্রাম
বাদামি গাছ ফড়িং	আইসোপ্রোকার্ব / এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫পাউডার	১৭৫ গ্রাম
	পাইমেট্রোজিন	পাইমেট্রোজিন ৫০ডব্লিউজি	৬৭ গ্রাম
	ক্লোরোপাইরিফস	ডার্সবান ২০ইসি	১৩৪মিলি
সাদা পিঠ গাছ ফড়িং	আইসোপ্রোকার্ব / এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫পাউডার	১৭৫ গ্রাম
	পাইমেট্রোজিন	পাইমেট্রোজিন ৫০ডব্লিউজি	৬৭গ্রাম
	ক্লোরোপাইরিফস	ডার্সবান ২০ইসি	১৩৪ মিলি
শীষ কাটা লেদা পোকা	কার্বারিল	কার্বারিল ৮৫পাউডার	২২৮ গ্রাম
	কার্বারিল	সেভিন পাউডার	২২৮ গ্রাম
থ্রিপস	ফেনিট্রোথিওন	সুমিথিয়ন ৫০ইসি	১৩৪ মিলি
	আইসোপ্রোকার্ব	মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি	১৫০ গ্রাম
	ম্যালাথিয়ন	ফাইফানন ৫৭ইসি	১৫০ মিলি

রোগব্যবস্থাপনা

আমন মওসুমে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া, খোলপোড়া, ব্লাস্ট, বাদামি দাগ, খোলপচা, টুংরো, বাকানি, এবং লক্ষীরগু (False Smat) সচরাচর দেখা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলি হল খোলপোড়া, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া, ব্লাস্ট, টুংরো, বাকানি এবং লক্ষীরগু রোগ। নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে ধান ফসলে রোগের আক্রমণ কমানো সম্ভব :

রোগের নাম	দমন ব্যবস্থাপনা
খোলপোড়া রোগ	দমনের জন্য পটাশ সার সমান দু'কিস্তিতে ভাগ করে এক ভাগ জমি প্রস্তুরির শেষ চাষে এবং অন্য ভাগ ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তির সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া ফলিকুর, নেটিভো এবং স্কোর ইত্যাদি ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করে সফলভাবে দমন করা যায়।
ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ ও লালচে রেখা রোগ	এ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট, ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। থোড় বের হওয়ার আগে রোগ দেখা দিলে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
ব্লাস্ট	এ মওসুমে সকল সুগন্ধি ধানে নেক ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ধানে থোড়ের শেষ পর্যায় অথবা শীষের মাথা অল্প একটু বের হওয়ার সাথে সাথে প্রতিরোধ মূলক ছত্রাকনাশক ট্রাইসাইক্লাজল যেমন ট্রুপার অথবা টেবুকোনাজল (৫০%) + ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন (২৫%) গ্রুপের যেমন নেটিভো ইত্যাদি অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
টুংরো	বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি গাছে টুংরো রোগের লক্ষণ দেখা দিলে, আক্রান্ত গাছ তুলে পুঁতে ফেলতে হবে। রোগের বাহক পোকা সবুজ পাতা ফড়িং উপস্থিতি থাকলে, হাত জালের সাহায্যে অথবা আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে সবুজ পাতা ফড়িং মেরে ফেলতে হবে। হাত জালের প্রতি টানে যদি একটি সবুজ পাতা ফড়িং পাওয়া যায় তাহলে বীজতলায় বা জমিতে কীটনাশক, যেমন মিপসিন, সেভিন অথবা ম্যালাথিয়ন অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে
লক্ষীর গু	লক্ষীর গু দমনের জন্য (বিশেষ করে ব্রি ধান ৪৯ জাতে) ফুল আসা পর্যায়ে বিকাল বেলা প্রোপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: টিল্ট (১৩২ গ্রাম/বিঘা) সাত দিন ব্যবধানে দুইবার প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ

ধানক্ষেত ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে পারলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। নিম্ন লিখিত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে ধান ফসলে আগাছা দমন সম্ভব :

১. হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে এবং আগাছানাশক ব্যবহার করে আগছা দমন করা যায়। রোপা আমন ধানে সর্বোচ্চ দু'বার হাত দিয়ে আগাছা দমন করতে হয়।

২. প্রথম বার ধান রোপনের ১৫ দিন পর এবং পরের বার ৩০-৩৫ দিন পর। নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে ধানের দু'সারির মাঝের আগাছা দমন হয় কিন্তু দু'গুছির ফাঁকে যে আগাছা থাকে তা হাত দিয়ে পরিস্কার করতে হয়। যান্ত্রিক দমনে অবশ্যই সারিতে ধান রোপন করতে হবে।

৩. আগাছা নাশক ব্যবহারে কম পরিশ্রমে ও কম খরচে বেশী পরিমাণ জমির আগাছা দমন করা যায় যেমন: প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক ধান রোপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে (আগাছা জন্মানোর আগে) এবং পোস্ট ইমারজেন্স আগাছানাশক ধান রোপনের ৭-২০ দিনের মধ্যে (আগাছা জন্মানোর পর) ব্যবহার করতে হবে।

৪. আগাছানাশক প্রয়োগের সময় জমিতে ১-৩ সেন্টিমিটার পানি থাকলে ভাল।

৫. আমন মৌসুমে আগাছানাশক প্রয়োগের পর সাধারণত হাত নিড়ানির প্রয়োজন হয় না। তবে আগাছার ঘনত্ব যদি বেশী থাকে তবে আগাছানাশক প্রয়োগের ৩০-৪৫ দিন পর হাত নিড়ানি প্রয়োজন হয়।

তথ্য সূত্র ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের ওয়েবসাইট, গাজীপুর

(এ জেড এম ছাব্বির ইবনে জাহান)
পরিচালক
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
ফোন: ৯১৩১২৯৫

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

১. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

২. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:

১. উপ পরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, খামারবাড়ি, ঢাকা, ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।